"শান্তির জন্য পরিবর্তন, পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পার্টি"

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

নির্বাচনী ইশতেহার

ELECTION MANIFESTO

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার

ভুমিকা ঃ

মহান স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং যথার্থভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় পার্টি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যাত্রায় শামিল হতে যাচ্ছে। এই অভিযাত্রায় গন্তব্যস্থল হবে– দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে– ক্ষমতা গ্রহন করা। বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শাসন পদ্ধতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনদের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হয় এবং জনগণের কাছেই জনপ্রতিনিধিদের কাজের জবাবদিহি করতে হয়। সেই কৈফিয়াতের একটি অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে- নির্বাচন। এটাই হচ্ছে– জনপ্রতিনিধিদের পরীক্ষা দেয়ার সময়। জাতীয় পার্টি সেই পরীক্ষা দেয়ার জন্য এখন প্রস্তুত। জাতীয় পার্টির অতীত ও বর্তমানের খতিয়ান বিচার বিশ্লেষণের ভার জনগণের কাছে তুলে ধরে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে এই ইশতেহার প্রণয়ন করা হলো।

বিগত দিনে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হয়েছে– তা আপামর দেশবাসীর কাছে প্রত্যাশিত ছিলোনা। আগামী দিনের সরকার পরিচালনায় জাতীয় পার্টির প্রথম অঙ্গীকার হচ্ছে– দেশে সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের বিকাশ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষেরও কল্যাণ সাধন করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার জাতীয় পার্টি ১৮টি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এটাই হবে আমাদের কর্মসূচী। ১৮ দফার অঙ্গীকার এদেশের জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক। জাতীয় পার্টির উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি ছিলো ১৮ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন। যার ফলে দেশে উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও সংস্কারের এক নব দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছিলো। জাতীয় পার্টির শাসনামলের সেই উন্নয়নের

চিহ্ন দেশ এখনো ধারণ করে আছে। যারা ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ের দেশ পরিচালনা প্রত্যক্ষ করেছেন– তারা এখনো স্মরণ করেন সেই স্বর্ণোজ্জল দিনের কথা। অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা, সুখি-সমৃদ্ধ দেশ গড়া, ভোট আর ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার আশায় এদেশের জনগণ বারবার আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, একের পর এক সরকার পরিবর্তন করেছে, কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। তবে এইসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় আজ স্পষ্ট হয়েছে যে, কোন রাজনৈতিক দল জনগণের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে, কোন দল দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে, কোন দল দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে দেশ পরিচালনা করতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সকল বিবেচনা এবং সকল পরিক্ষা-নিরীক্ষায় এটা আজ প্রমাণিত ও পরিক্ষিত সত্য যে, জাতীয় পার্টিই হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দল। ৯ বছরের সরকার পরিচালনার সাফল্যের অভিজ্ঞতা এবং ভূমিকা পালনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জাতীয় পার্টি আগামীতে সরকারে থাকার দৃঢ় আশা ব্যক্ত করে। আগামী দিনের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং নতুন প্রজন্মের জন্য আগামী অর্ধশতাব্দী সময়কে সামনে রেখে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় পার্টি নতুনভাবে ১৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করছে। এই কর্মসূচী নিম্নরূপ :

১. প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ

* দেশের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।
* দেশে বিদ্যমান ৮টি বিভাগকে ৮টি প্রদেশে উন্নীত করা হবে। ৮টি প্রদেশের নাম হবে ঃ

  (১) উত্তরবঙ্গ প্রদেশ, (২) বরেণ্য প্রদেশ, (৩) জাহাঙ্গীর নগর প্রদেশ, (৪) জালালাবাদ প্রদেশ, (৫) জাহানাবাদ প্রদেশ (৬) চন্দ্রদীপ প্রদেশ, (৭) ময়নামতি প্রদেশ এবং (৮) চট্টলা প্রদেশ।
* দুই স্তরবিশিষ্ট সরকার কাঠামো থাকবে ঃ

  (এক) কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হবে ফেডারেল সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকবে ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ এবং (দুই) প্রাদেশিক সরকার। প্রাদেশিক সরকারের থাকবে– প্রাদেশিক সংসদ। প্রতি উপজেলা কিংবা থানাকে প্রাদেশিক সরকারের একএকটি আসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
* যদিও এটা দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা আমুল সংস্কারের বিষয়- তথাপিও

আমরা মনে করি পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব (প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণার সম্পর্কিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রণিত একটি দিক-নির্দেশনা সম্পর্কিত পুস্তিকায় বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়েছে।)

* ঢাকা শহর থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ সদর দপ্তর প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থানান্তর করা হবে।

২. নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার ঃ

* নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করে আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিধান করা হবে।
* নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেয়া হবে।
* সন্ত্রাস, অস্ত্র ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে হয়তো সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সময় লাগবে।

৩. পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ

* উপজেলা আদালত ও পারিবারিক আদালতসহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
* স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করে এবং নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের কাছে উপজেলার ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ

* বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেয়া হবে। জাতীয় পার্টি সুযোগ পেলে এক বছর সময়ের মধ্যে এটা নিশ্চিত করা হবে।
* পাঁচ বছরের মধ্যে মামলার জট শূন্যের কোটায় নিয়ে আসা হবে।
* রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করার প্রবণতা বন্ধ করা হবে।
* প্রাদেশিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে হাইকোর্টের বেঞ্চ বসানো হবে।

৫. ধর্মীয় মূল্যবোধ ঃ

* ধর্মীয় মূল্যবোধকে সবার উর্দ্ধে স্থান দেয়া হবে।
* মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দিরসহ সকল ধর্মীয় উপসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল মওকুফ করে দেয়া হবে।
* জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে প্রথমেই এব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হবে এবং এক বছরের মধ্যে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে।

৬. কৃষকের কল্যাণ সাধন ঃ

* কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে সার, ডিজেল, কীটনাশক সরবরাহ করা হবে।
* কৃষি উপকরণের কর-শুল্ক মওকুফ করা হবে।
* কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো সার্টিফিকেট মামলা হবে না।
* সহজ শর্তে কৃষি ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
* দেশের চরাঞ্চলের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং নদী ভাঙন কবলিত জনগোষ্ঠির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭. সন্ত্রাস দমনে কঠোর ব্যবস্থা ঃ

* সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দূর্নীতি দমনে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে। সন্ত্রাসসহ অপরাপর অপরাধ দমন করা কঠিন কোনো কাজ নয়– এ ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছাই বড় কথা।
* জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিন মাসের মধ্যে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি সমূলে নির্মূল করা হবে। হত্যা-খুন-গুম-ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা হবে।

৮. জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ঃ

* গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখা হবে।
* সারা দেশে পর্যায়ক্রমে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে এবং প্রত্যেক উপজেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হবে।
* উত্তরবঙ্গে শিল্পায়নের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মঙ্গা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া হবে। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ সমস্যা হচ্ছে মঙ্গার আগ্রাসন। এই অঞ্চলের মানুষ বছরের তিন মাস কাজের সুযোগ পায়– বাকি নয় মাস বেকার থাকে। ফলে সেখানে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষাবস্থা। স্থানীয়ভাবে সেটাকেই বলে মঙ্গা। এই মঙ্গা দূল করতে মানুষের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।
* দেশের অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৯. ফসলি জমি নষ্ট করা যাবে না ঃ

একমাত্র জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের বিবেচনায় শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত– কৃষি জমি বা ফসলি জমি নষ্ট করে কোনো স্থাপনা কিংবা আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা আইন করে বন্ধ করা হবে।

১০. খাদ্য নিরাপত্তা ঃ

খাদ্যে ভেজাল কিংবা খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ মেশানোর বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন সংশোধন করে মৃত্যুদন্ডের বিধান করা হবে।

১১. শিক্ষা পদ্ধতির সংশোধন ঃ

* পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে পঞ্চম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা বাদ দেয়া হবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাই হবে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা।

* শিক্ষা পদ্ধতি সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টিউশন নির্ভরতা কমানো হবে এবং কোচিং ব্যবসা বন্ধ করা হবে।

* সুলভ মূল্যে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হবে।

* নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন সরকারি শিক্ষকদের সমতুল্য করা হবে। এই কর্মসূচিও এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

* স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে। যতই নারী অধিকারের কথা বলা হোক না কেনো- দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক এই নারী সমাজ এখনো অধিকার বঞ্চিত রয়েছে। তাদের সচেতন করে তুলতে এবং নারীদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সেই লক্ষ্যে এক বছরের মধ্যে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। দেশে সুষমভাবে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রংপুরে একটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় এবং রংপুরে শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করা হবে।

১২. স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ঃ

* ইউনিয়নভিত্তিক সেবা খাত উন্নত করা হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

* প্রতি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা হবে।

১৩. শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তন ঃ

* হরতাল-অবরোধের মতো ধ্বংসাত্মক এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হবে।
* শান্তি ও সহাবস্থানের রাজনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সত্যিকার গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো হবে।

১৪. সড়ক নিরাপত্তা ঃ

সড়ক দূর্ঘটনা রোধকল্পে সকল রাস্তাঘাট সংস্কার করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোকে কর্মপক্ষে ৫০ ভাগ প্রশস্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে সড়ক বিভাজন (ডিভাইডার) নির্মাণ করা হবে।

১৫. গুচ্ছগ্রাম পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ

গুচ্ছগ্রাম, পথকলি ট্রাস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতীয় পার্টি শাসনামলে যে সব গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো– সেগুলো আরো উন্নতর করা সহ গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হবে। অভাবের তাড়নায় কিংবা নদী ভাঙনে লাখো লাখো মানুষ ছিন্নমূল হয়ে যারা ঢাকা শহরে আশ্রয় নিয়ে আছে তাদের গুচ্ছগ্রামে একটা ঠিকানা দেয়া হবে।

১৬. পল্লী রেশনিং চালু করা হবে ঃ

পল্লী অঞ্চলের মানুষের ন্যূনতম অন্নের সংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলে পল্লী রেশনিং চালু করা হবে। এক বছরের মধ্যে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের কাছে রেশনিং ব্যবস্থায় চাল-ডাল-তেল-চিনি পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যাতে গ্রামের মানুষ নিয়মিতভাবে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

১৭. শিল্প ও অর্থনীতির অগ্রগতি সাধন ঃ

* দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের অঞ্চলে অঞ্চলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
* শিল্প ঋণ সহজলভ্য এবং নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে।
* বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

* বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দেশে অর্থ প্রেরণকে উৎসাহিত করা হবে।
* বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হবে এবং পুঁজি বাজারে আস্থা ফিরিয়ে এনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ঃ
* সাধারণ নির্বাচন বাদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত করা হবে। সেক্ষেত্রে সংসদের মোট আসন সংখ্যা হবে ৩৮০। এর জন্য সংবিধানে সংশোধনী আনা হবে।
* সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির সংখ্যার হার অনুসারে তাদের চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।
* ধর্মীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে।

উপসংহার ঃ দেশ এখন এক ভয়াবহ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সময় সমাগত। এখন আর আমাদের ভুল করার কোনো সুযোগ নাই। তাহলে আমাদের বিপর্যয়ের অতলে হারিয়ে যেতে হবে। গোটা বিশ্ব এখন নতুন এক শতাব্দির যৌবণকালে পদার্পণ করেছে। এই সময়ে বিশ্বের দেশসমূহ নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আর পিছিয়ে পড়ে থাকার অবকাশ নাই। সমকালিন মানবগোষ্ঠির জন্য এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়। জাতীয় পার্টি আধুনিক চিন্তা-চেতনা এবং নীতি-আদর্শের একটি দল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে এই দল সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে সব সময় ব্রতি থাকবে। জাতীয় পার্টির ৯ বছরের শাসনামল– দেশের কল্যাণ ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছ। আজ সে কারণে জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামগ্রিক জীবনে সেই সময় এক স্বর্ণোজ্জল অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। জাতীয় পার্টি এখনো একটি সুখি-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে জাতীয় পার্টি জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণে সফল হবেই ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ

জাতীয় পার্টি

JATIYO PARTY